ট্রান্সওয়ার্ল্ড রেডিও পুরুষদের জন্য প্রার্থনা ক্যালেন্ডার, নভেম্বর ২০২৪।

১. চরিত্র – ঈশ্বর আমাদের স্বাচ্ছন্দের চেয়ে আমাদের চরিত্রের বিষয়ে বেশী চিন্তিত। যে কোনো পরিস্থিতিতে ঈশ্বর যেন পুরুষদের চরিত্র গঠন করেন তার জন্য প্রার্থনা করুন। মনে রাখতে হবে আমরা খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তির অনুরূপে গঠিত হয়েছি। (রোমীয় ৮:২৬-২৯)

২. স্ব-জীবন – ঈশ্বর ইচ্ছাকৃত ভাবে আমাদের স্ব-জীবনকে আক্রমণ করেন। যেখানে আমিত্ব আছে, সেখানেই অহংকার আর দর্পের কষ্ট আছে। যাতে আমরা আরও বেশী খ্রীষ্টের মতো হয়ে উঠতে পারি, তার জন্য ঈশ্বর যে প্রেকগুলি ব্যবহার করে আমাদের স্ব-জীবনকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিলেন, তার কাছে পুরুষেরা যেন নিজেদের সমর্পণ করতে পারে তার জন্য প্রার্থনা করুন। (গালাতীয় ৫:২৪)

৩. তৃবিভাজন – মানুষ একটি ত্রয়াত্মক সত্ত্বা, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট (আদিপুস্তক ১:২৭)। আমরা হলাম আত্মা, প্রাণ ও দেহ (১ থিষলনীকীয় ৫:২৩)। পুরুষদের জন্য প্রার্থনা করুন যেন তারা *আত্মিক গভীরতা, মানসিক স্বাস্থ্য এবং শারীরিক ব্যায়াম* এই তিনটি স্তরেই ভারসাম্য এবং সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে অভিপ্রেত হয়।

৪. প্রলোভন – প্রার্থনা করুন যেন পুরুষেরা সামনে যে প্রলোভন রয়েছে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে, এই মুহূর্তে, বর্তমান সময়ে, এখনই, ঈশ্বরের বিশ্বস্ত হতে পারে। এখানে, এই সময়ে আমরা যদি ঈশ্বরের অনুগত হই, তাহলে অত অভিভূত বোধ হয় না। আসুন আমরা এই কাজে ঈশ্বরকে সম্মান করি, আবার এই কাজে করি, আবার ওই কাজে, যেমন হনোক ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করতেন, যেমন যীশু উদাহরণস্বরূপ হয়েছিলেন। (আদিপুস্তক ৫:২৪)

৫. খ্যাতি – আমি নিজের কাছে কে সেটা হচ্ছে আমার চরিত্র, অন্যদের কাছে আমি কে সেটাই হচ্ছে আমার খ্যাতি। ডি. এল, মুডি বলেছেন, আমরা যদি আমাদের চরিত্রের যত্ন নিই, তাহলে আমাদের খ্যাতি তার নিজের যত্ন নেবে। প্রার্থনা করুন, পুরুষেরা যেন ব্যক্তিগত ভাবে এবং প্রকাশ্যেও ধার্মিক হতে পারে। অব্রাহামকে ঈশ্বর বলেছিলেন, 'তুমি আমার সাক্ষাতে গমনাগমন করিয়া সিদ্ধ (পরিপক্ক, সম্পূর্ণ) হও।' (আদিপুস্তক ১৭:১)

৬. আমরা কে? – আমাদের কী আছে তা নয়, এমনকি আমরা কী করি বা জানি তাও নয়, কিন্তু আমরা কে সেটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং: 'তোমরা জাগিয়া থাক, বিশ্বাসে দাঁড়াইয়া থাক, বীরত্ব দেখাও, বলবান্ হও। তোমাদের সকল কার্য্য প্রেমে হউক।' (১ করিন্থীয় ১৬:১৩-১৪)। প্রার্থনা করুন যেন আপনার আচরণ এবং সম্পর্কের মাধ্যমে যেন খ্রীষ্টের চরিত্রকে প্রতিফলিত করতে পারেন।

৭. ধন্যবাদ প্রদান – 'যে ব্যক্তি স্তবের বলি উৎসর্গ করে, সেই আমার গৌরব করে; যে ব্যক্তি নিজ পথ সরল করে, তাহাকে আমি ঈশ্বরের পরিত্রাণ দেখাইব।' (গীতসংহিতা ৫০:২৩)। উদ্বেগ এবং অসুবিধা সত্ত্বেও আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন হচ্ছে, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের নির্ভরতার অভিব্যক্তি। এই ভাবে তাঁর সম্মান করলে তিনি আমাদের পুরস্কৃত করেন।

৮. তুমি কি সত্যি করে আমাকে প্রেম কর? – "তুমি কি সত্যি করে আমাকে প্রেম কর" (যোহন ২১:১৫-১৭)। শিমোন পিতর তাঁর বিষয়ে শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হওয়ার পরে, পুনোরুত্থিত খ্রীষ্ট তাঁকে তিনবার এই প্রশ্ন করেছিলেন। আমরাও তাঁর বিষয়ে ব্যর্থ হলে ঠিক এই প্রশ্নই প্রভু আমাদের করবেন। আমরা যদি পিতরের মতো উত্তর দিতে রাজি থাকি তাহলে তিনি আমাদের পুনরায় ব্যবহার করতে ইচ্ছুক হবেন।

৯. দয়া – 'কারণ আমি দয়াই চাই, বলিদান নয়; এবং হোম অপেক্ষা ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান [চাই]।' (হোশেয় ৬:৬)। আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করি সেটাই ঈশ্বরের প্রতি

আমাদের প্রেমকে প্রকাশ করে। আমাদের নিজেদেরকে আমরা পরীক্ষা করে দেখি আমরা আমাদের সম্পর্কগুলিতে প্রেম, দয়া এবং বিশ্বস্ততা অভ্যাস করি কিনা।

১০. ভাগ করে নেওয়া – 'চোর আর চুরি না করুক, বরং স্বহস্তে সদ্ব্যাপারে পরিশ্রম করুক, যেন দীনহীনকে দিবার জন্য তাহার হাতে কিছু থাকে।' (ইফিষীয় ৪:২৮)। লোভ নয়, কিন্তু উদারতা আমাদের জীবনকে নির্ধারণ করা উচিৎ। আমি কি এই প্রশ্ন করতে প্রস্তুত আছি "আমার কাছে কেউ কি কিছু পায়?"

১১. কামেচ্ছা – 'তিনি নিজ মুখের চুম্বনে আমাকে চুম্বন করুন; কারণ তোমার প্রেম দ্রাক্ষারস হইতেও উত্তম।' (পরমগীত ১:২)। কামেচ্ছার সৌন্দর্য্য হচ্ছে স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্কের জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত একটি উপহার। আমরা একটি পতিত জগতে জীবনযাপন করি। কিন্তু ঈশ্বরের মহা অনুগ্রহে এমনকি আমাদের সবথেকে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কেও নিরাময় করে তোলা সম্ভব।

১২. ব্যক্তিত্ব – একজন খ্রীষ্টবিশ্বাসীর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হলো তার ইচ্ছাকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করা। পবিত্র আত্মা আমাদের আচরণ বা ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করতে এবং শুদ্ধ করে তুলতে চান। সুতরাং: 'আর এই যুগের অনুরূপ হইও না, কিন্তু মনের নূতনীকরণ দ্বারা স্বরূপান্তরিত হও; যেন তোমরা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পার, ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, যাহা উত্তম ও প্রীতিজনক ও সিদ্ধ।' (রোমীয় ১২:২)।

১৩. স্বভাব – বিরক্তিকর, স্বচ্ছ, ঢিলাঢালা বা বিষাদগ্রস্থ যে ধরণের মৌলিক ব্যক্তিত্ব আমরা নিজেদের বিষয়ে অনুমান করে নিই না কেন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পবিত্র আত্মাকে আপনার মধ্যে ফল উৎপাদন করতে দেওয়া: 'কিন্তু আত্মার ফল প্রেম, আনন্দ, শান্তি, দীর্ঘসহিষ্ণুতা, মাধুর্য্য, মঙ্গলভাব, বিশ্বস্ততা, মৃদুতা, ইন্দ্রিয়দমন; এই প্রকার গুণের বিরুদ্ধ ব্যবস্থা নাই।' (গালাতীয় ৫:২২-২৩)।

১৪. নতুন পরিচয় – 'কিন্তু যত লোক তাঁহাকে গ্রহণ করিল, সেই সকলকে, যাহারা তাঁহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন।' (যোহন ১:১২)। অসাধারণ! ঈশ্বরের প্রশংসা করি! আমরা বিনম্র বিশ্বাসের মাধ্যমে, ক্রুশের উপরে খ্রীষ্টের বলিপ্রদত্ত মৃত্যুর দ্বারা পরিত্রাণরূপ উপহার গ্রহণ করার দ্বারা, ঈশ্বরের সন্তানের নতুন পরিচয় আমরা প্রাপ্ত হয়েছি।

১৫. দুর্বলতা শক্তিতে পরিণত হয় – '...আমার অনুগ্রহ তোমার পক্ষে যথেষ্ট; কেননা আমার শক্তি দুর্ব্বলতায় সিদ্ধি পায়। অতএব আমি বরং অতিশয় আনন্দের সহিত নানা দুর্ব্বলতায় শ্লাঘা করিব, যেন খ্রীষ্টের শক্তি আমার উপরে অবস্থিতি করে।' (২ করিন্থীয় ১২:৯)। আমাদের দুর্বলতা হচ্ছে ঈশ্বরের শক্তি প্রদর্শনের সুযোগ! সুতরাং আমাদের যাই হোক না কেন, আমরা তাঁর প্রশংসা করবো!

১৬. উৎপাটিত মূলবস্তু – হে ঈশ্বর, মানুষের সমস্ত ভিত্তি ভেঙে পড়ছে। জগতে এমন কিছু নেই যার উপরে আমরা নির্ভর করতে পারি। আমার আর কী প্রত্যাশা আছে? আমি জানি যে আপনি হচ্ছেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর – অলঙ্ঘনীয় এবং অটুট। সুতরাং আপনার উপরে আমি আমার জীবন নির্মাণ করবো। আমার দৃঢ় ভিত্তি হওয়ার জন্য, প্রভু যীশু আপনাকে ধন্যবাদ দিই। (গীতসংহিতা ১১:৩-৪)।

১৭. জীবনযাপনের রহস্য – 'খ্রীষ্টের সহিত আমি ক্রুশারোপিত হইয়াছি, আমি আর জীবিত নই, কিন্তু খ্রীষ্টই আমাতে জীবিত আছেন; আর এখন মাংসে থাকিতে আমার যে জীবন আছে, তাহা আমি বিশ্বাসে, ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাসেই, যাপন করিতেছি; তিনিই আমাকে প্রেম করিলেন, এবং আমার নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন।' (গালাতীয় ২:২০)। খ্রীষ্টিয় জীবনযাপনের রহস্য হলো খ্রীষ্টকে আমাদের মধ্যে আর আমাদের মাধ্যমে জীবনযাপন করতে দেওয়া। তাঁর বাক্য শ্রবণ করুন এবং প্রার্থনার দ্বারা তাঁর অন্বেষণ করুন।

১৮. কর্মদক্ষতা – হে ঈশ্বর, আমি পরিত্রাণ পাওয়ার পরেও আমার কর্মদক্ষতার সমস্যা অব্যাহত আছে। আমি ভেবেছিলাম যে আমাকে উত্তম কাজ করতে হবে। আমি জানি যে সকল উত্তমতার উৎস হচ্ছেন আপনি। এখন আমি উপলব্ধি করি যে আপনি আমার অন্তরে বাস করেন যাতে আমার মাধ্যমে আপনি উত্তম কাজ সম্পাদন করেন। আমার কর্মদক্ষতার সমস্যা সমাধান করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিই। (ফিলিপীয় ১:৬)

১৯. ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করেন – হে প্রভু, আপনি হচ্ছেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সুতরাং আপনার কাছে কোনো কিছুই কঠিন নয়। আপনার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আপনি অব্রাহামের যত্ন নিয়েছিলেন। আপনি আমার যত্ন নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যদিও অনেক সময়ে সেটা আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে। বাধা সত্ত্বেও আপনার উপরে নির্ভর করতে আমার বিশ্বাসকে শক্তিশালী করুন। (রোমীয় ৪:২১)

২০. ঈশ্বর বিশ্বস্ত – স্বর্গস্থ পিতা, আদি থেকে আপনার বিশ্বস্ততা অনবদ্য। আপনি সর্বদা আপনার কথা রাখেন। আপনি যা বলেন তাই করেন। কিন্তু এককে সময়ে আমি নিজে ব্যর্থ হই। কিন্তু আমি অবিশ্বস্ত হলেও আপনি বিশ্বস্ত থাকেন। সত্যিকরেই আমি আমার জীবন দিয়ে আপনার উপরে আস্থা রাখতে চাই। আমার মানবিক অনুভূতি নির্বিশেষে আপনার উপর আস্থা রাখতে সাহায্য করুন। (১ থিষলনীকীয় ৫:২৪)

২১. ঈশ্বরের প্রেম – ঈশ্বর পিতা, আমাকে এত ভালোবাসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিই। আপনার বাক্য আমাকে বলে আমার জন্য মৃত্যুবরণ করার জন্য আপনি কী ভাবে যীশু খ্রীষ্টকে প্রেরণ করেছিলেন এই কারণে যে আপনি আমাকে আপনার নিজেকে দান করতে পারেন, যাতে আপনি আমার মাধ্যমে আপনার জীবনযাপন করতে পারেন। আপনার নিঃশর্ত প্রেম উপলব্ধি করতে, বিশ্বাস করতে এবং গ্রহণ করতে দিন। আর তাহলে আপনার মাধ্যমে আমি জীবনযাপন করতে ও অন্যদের ভালোবাসতে পারবো। (১ যোহন ৪:৮-৯)

২২. কাপুরুষ, অবিশ্বাসী,..... – জগতের অধিপতি ঈশ্বরের সত্যের প্রতিপক্ষ। যীশু তার বিষয়ে বলেছেন যে সে আদিকাল থেকেই মিথ্যাবাদী। দ্বন্দ্ব এড়িয়ে যাওয়া অনেক সহজ হয় না যখন ঈশ্বরের সত্য এবং তাঁর মিথ্যার মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। কিন্তু বাইবেল আমাদের সতর্ক করে দিয়েছে। আমাদের একটা অবস্থান নিতে হবে। 'কিন্তু যাহারা ভীরু, বা অবিশ্বাসী,...তাহাদের...অংশ অগ্নি ও গন্ধকে প্রজ্বলিত হ্রদে হইবে।' (প্রকাশিত বাক্য ২১:৮)।

২৩. জ্ঞানের অভাব – 'জ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত আমার প্রজাগণ বিনষ্ট হইতেছে; তুমি ত জ্ঞান অগ্রাহ্য করিয়াছ, এই জন্য আমিও তোমাকে নিতান্ত অগ্রাহ্য করিলাম, তুমি আর আমার যাজক থাকিবে না...' (হোশেয় ৪:৬)। অতীতে ইস্রায়েলের ন্যায় আজ প্রত্যেকটি খ্রীষ্টবিশ্বাসীকে আহ্বান জানানো হয়েছে যাতে তিনি অভাবী জগতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হতে পারেন। প্রার্থনাশীল হন, শাস্ত্র অধ্যায়ন করুন এবং ঈশ্বরের সত্য ভাগ করে নিন।

২৪. মেষপালক – '....সেই পালকদিগকে ধিক্, যাহারা আপনাদিগকেই পালন করিতেছে। মেষগণকেই পালন করা কি পালকদের কর্তব্য নয়?' (যিহিষ্কেল ৩৪:৩খ-৪ক)। মেষপালকেরা হচ্ছে নেতা যারা পালের তত্ত্বাবধান করে। স্বামী এবং পিতারূপে, আমাদের স্ত্রী এবং সন্তানদের যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বরের অনুমোদন পূরণকারী একজন পুরুষ হন।

২৫. ধার্মিক পুরুষ – 'সদাপ্রভু, ত্রাণ কর, কেননা সাধু লোপ পাইল; মনুষ্য-সন্তানদের মধ্যে বিশ্বসনীয় লোক শেষ হইল।' (গীতসংহিতা ১২:১)। সম্প্রতি একজন প্রিয়, ধার্মিক বন্ধু ঈশ্বরের কাছে গমন করেছেন আর সেটা আমাকে আনুমানিক ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বে বলা দায়ূদের বলা কথা আমাকে স্মরণ

করিয়ে দিয়েছে। খুব অল্প সংখ্যক মানুষই সততা আর বিশ্বাসে জীবনযাপন করে, তার জন্য যত মূল্যই দিতে হোক না কেন। প্রার্থনা করুন যেন ধার্মিক পুরুষ হতে পারেন!

২৬. চালনা – 'বালককে তাহার গন্তব্য পথানুরূপ শিক্ষা' দিতে অধ্যাবসায় ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন হয় (হিতোপদেশ ২২:৬)। পিতা-মাতারূপে প্রভুর ভয়ে আমাদের সন্তানদের মানুষ করে তুলতে আমাদের অনুগ্রহ ও জ্ঞানের দরকার হয়, যাতে তারা বড় হয়ে ওঠার পরেও পথভ্রষ্ট না হয়ে পড়ে। আপনার সাহায্যের জন্য, আপনার উপর নির্ভর করতে পাড়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

২৭. ভরণপোষণ – 'বাস্তবিক তুমি স্বহস্তের শ্রম-ফল ভোগ করিবে, তুমি ধন্য হইবে, ও তোমার মঙ্গল হইবে।' (গীতসংহিতা ১২৮:২)। আসুন আমরা কর্মহীন পুরুষদের জন্য প্রার্থনা করি। ঈশ্বরের কাছে বিনতি করি যেন তাদের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের দরজা খুলে যায় এবং তারা যেন পর্যাপ্ত ভাবে তাদের পরিবারের ভরণপোষণ করতে পারে।

২৮. স্ত্রী – বিশ্বস্ততা, পবিত্রতা এবং মর্যাদা এগুলি অপব্যবহারিত শব্দ বলে মনে হয়। কিন্তু খ্রীষ্টবিশ্বাসী স্বামীর জন্য বাইবেলের নির্দেশ হলো, 'তুমি আপন যৌবনের ভার্য্যায় আমোদ কর।' (হিতোপদেশ ৫:১৮)। প্রভু, আপনার আত্মার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিই যিনি আমাদের সতর্ক করেন এবং আমাদের সাহায্য করেন যাতে আমরা প্রলোভন কাটিয়ে উঠতে পারি এবং আমাদের স্ত্রীদের সম্মান করি।

২৯. সন্তান – 'পুত্রদের পুত্রগণ বৃদ্ধদিগের মুকুট, এবং পিতারাই বালকদের শোভা।' (হিতোপদেশ ১৭:৬)। একই পরিবারের মধ্যে একাধিক প্রজন্মের মধ্যে স্বাস্থ্যকর সহাবস্থান হচ্ছে একটি সম্পর্কের সুফল যা বছরের পর বছর ধরে গড়ে ওঠে। স্বর্গীয় পিতা, পিতা হিসাবে আমাদের শিক্ষা দিন জ্ঞানবান হতে এবং আমাদের পরিবারে ভারসাম্যের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে।

৩০. উপাসনা – 'আমি আনন্দিত হইলাম, যখন লোকে আমাকে বলিল, চল, আমরা সদাপ্রভুর গৃহে যাই।' (গীতসংহিতা ১২২:১)। রাজা দায়ূদ আনন্দিত হয়েছিলেন যখন অন্যান্য ঈশ্বরের সন্তানদের সাথে তাঁকে সদাপ্রভুর উপাসনা করতে আমন্ত্রিত করা হয়েছিল। মণ্ডলীতে এমন পুরুদের প্রয়োজন আছে যারা তাদের পরিবারকে একসাথে উপাসনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

৩১.অনুমান – '....বাক্যে, আচার ব্যবহারে, প্রেমে, বিশ্বাসে, ও শুদ্ধতায় বিশ্বাসিগণের আদর্শ হও।' (১ তীমথিয় ৪:১২খ)। খ্রীষ্টিয় জীবন কেমন হওয়া উচিৎ সেই বিষয়ে তীমথিয়কে নিজের অবস্থান প্রদর্শন করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। প্রভু, সাহস দিন যেন আপনার সাক্ষী হতে পারি এবং সামাজিক এবং রাজনৈতিক চাপ থাকা সত্ত্বেও সর্বদা যোগ্য হয়ে জীবনযাপন করতে পারি।